দৈনিক
ইনকিলাব

02 FEB 2015

অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাখাইতি মহিলা মাদরাসা

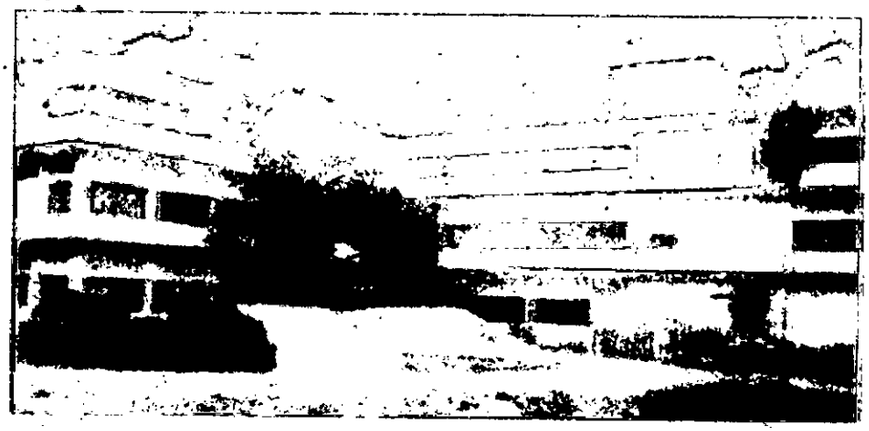

ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার শাখাইতি গ্রামের কৃতিসন্তান যুক্তরাজ্য প্রবাসি আলহাজ্ব মো. আমিরুল ইসলামের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে "জামেয়া ইসলামিয়া দারুল হাদিস শাখাইতি মহিলা মাদরাসা"। যাত্রাকালে প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শুরু হয়ে ২০০৫ সাল থেকে তাকমিল ফিল হাদিস পর্যন্ত উন্নীত হয়। মাদরাসাটিতে মারহালায়ে উলা তথা প্রথম শ্রেণি হতে সর্বোচ্চ শ্রেণি তাকমীল ফিল হাদিস, দরজায়ে হিফজ, দর্জি বিজ্ঞান ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ প্রায় ৪০০ ছাত্রী অধ্যয়ন করছে, এরমধ্যে আবাসিকে রয়েছে তিনশত জন। অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মেধা ও মননের বিকাশ ঘটাতে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। মাদরাসায় কোরআন-সুন্নাহের পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল ইত্যাদি বিষয়াদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। বর্তমানে মাদরাসায় চলমান শাখাসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রথম শ্রেণি থেকে টাইটেল, তাহফিজুল কোরআন, দর্জি বিজ্ঞান ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, নূরানী এবং প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ। ধর্মীয় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক শিক্ষা অর্জন করে সুযোগ্য নাগরিক হওয়ার জন্য ইকরা ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে ১৫টি সেলাই মেশিন ও সুনামগঞ্জ জেলার সাবেক জেলা প্রশাসক মো. সাবের হোসেনের পক্ষ থেকে ২টি কম্পিউট্যার দেয়া হয়েছে। বেসরকারি ও ধর্মীয় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ২২ জন সুযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার মানোন্নয়নে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

মেধা তালিকায় বেকাফ বোর্ডে সুনামগঞ্জ জেলায় একমাত্র মাদরাসা হিসেবে অনন্য রেকর্ড গড়েছে শাখাইতি মহিলা মাদরাসা। মাদরাসাটি বেফাক বোর্ডে ইবতেদায়ী পঞ্চম, মুতাওয়াসসিতা দ্বিতীয়, সানোবিয়্যাহ দ্বিতীয়, ফজীলত দ্বিতীয় ও তাকমীল ফিল হাদিসের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। নেজামুলে ইবতেদায়ী চতুর্থ, সানোবিয়্যাহ প্রথম, মিশকাত ও তাকমীল ফিল হাদিসের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

অনেকেরই ধারণা যে, বেসরকারি শিক্ষা বিশেষ করে মাদরাসাগুলোতে কোন ধরণের ভালোমানের প্রকাশনা কিংবা সাহিত্যচর্চা হয়না, অথচ এই ধারণাটি চূড়ান্তভাবেই ভুল। কারণ, মাদরাসাগুলোর মধ্যে আদর্শগত দিক চর্চার পাশাপাশি সঠিক পদ্ধতিতে সাহিত্যর্চা ও প্রকাশনার কাজ শেখানো হয়। এই উপমহাদেশের মধ্যে উলামায়ে কিরামদের মাঝে এগুলোর ব্যাপক চর্চা ছিল; আজো বিদ্যামান রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতার আলোকেই আজকের বেসরকারি বা কওমী মাদরাসাগুলোতে প্রকাশনা ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতা অনুসরণে জামেয়া ইসলামিয়া দারুল হাদিস শাখাইতি মহিলা মাদরাসা থেকে বার্ষিক 'নাদিয়া' নামে একটি প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া মাসিক দেয়ালিকা 'নাদিয়া' ও 'আদর্শ ইলমুন নাহ' নামেও তাদের নিজস্ব প্রকাশনা রয়েছে। তাছাড়া 'শায়খ আছদ্দর আলী (রহ)' নামে একটি ছাত্রী সংসদ রয়েছে, যার মাধ্যমে সপ্তাহে একদিন ছাত্রীদের মধ্যে হামদ-নাত, ক্বিরাআত ও বক্তৃতা শিক্ষা দেয়া হয়।

শাখাইতি মহিলা মাদরাসার প্রিন্সিপাল আলহাজ্ব ক্বারী মাওলানা খলিল আহমদ বলেন, 'মহিলাদেরও দ্বীনি শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে ওলীয়ে কামিল আশাকারচর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা শায়খ আছদ্দর আলী (রহ)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চরমহল্লাবাসির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের পরামর্শে তাঁরই সুযোগ্য ভাতিজা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগি আলহাজ্ব মো. আমিরুল ইসলাম তালীম-তরবিয়্যাত, দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে ১৯৯৮ ইংরেজি সনে নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "জামেয়া ইসলামিয়া দারুল হাদিস শাখাইতি মহিলা মাদরাসা"।

● মুহাম্মদ আব্দুল বাছির সরদার